দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা; দুই প্রতিষ্ঠানের জরিমানা

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে দুই প্রতিষ্ঠানের ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে সদর ইউনিয়নের উজিরপুর ও দেউলির মোড়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন আলম।

মোবাইল কোর্ট সুত্রে জানা গেছে, অভিযানের সময় বিভিন্ন ফার্মেসিতে অনুমোদনবিহীন ও ভেজাল ওষুধ, স্যাম্পল ওষুধ বিক্রি, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টার সংরক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো মনিটরিং করা হয়। অভিযানকালে ওষুধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩ অনুযায়ী উজিরপুর

সেবা ফার্মেসির মালিক রাজিবুল ইসলামকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। এসময় জেলা ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এলপিজি গ্যাস ও জ্বালানি তেল বিক্রির ক্ষেত্রে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স ও মূল্য তালিকা প্রদর্শনের বিষয়গুলো তদারকি করা হয়। অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দেউলির মোড়ে গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবসায়ী ইয়াসিন আলীকে ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম। সংশ্লিষ্টরা জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনিত চূয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি নমিনী জেলা আমীর এডভোকেট রুহুল আমিন বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। কোনো ব্যবাসায়ীকে আর চাঁদা দিতে হবে না। বাধাহীন ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য যা যা করার দরকার তাই করা হবে।

গতকাল শনিবার দুপুর ১২ টার সময় জীবননগর জামায়াত অফিসে আই.বি.ডব্লিউ.এফ এর আয়োজনে উপজেলা সভাপতি শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনিত চূয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি নমিনী জেলা আমীর এডভোকেট রুহুল আমিন।

জীবননগর উপজেলার ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা কালে তিনি বলেন, ব্যবসায়ীদের সকল প্রতিবন্ধকতা দুর করা হবে। তিনি আরো বলেন, দাড়িপাল্লায় ভোট দিলে জিতে যাবে জনগণ। জামায়াতে ইসলামী সাধারণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠির চাওয়া পাওয়া কে মাথায় নিয়ে দেশ পরিচালনা কররে। দাড়িপাল্লা সাধারণ মানুষের প্রিয় প্রতীক। তিনি বলেন, যারা আপনাদের বন্ধু হবেনা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করুন। আমরা আপনাদের উত্তম বন্ধু হতে চাই। জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে এ দেশে উন্নতি আর দূর্নীতি একসাথে চলবে না। সব রকম দূর্নীতিকে জাদুঘরে পাঠানো হবে। জামায়াত মানুষের হক তার দোর গোড়ায় পৌছে দিতে চাই। আমরা শাসক নই বরং জনগণের সেবক হতে চাই। জীবননগর হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করে স্বাস্থ্য সেবার মান আরো উন্নত করা হবে।

গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারি সেকেটারি আই.বি ডব্লিউ এফ এর জেলা সভাপতি আব্দুল কাদের, জেলা সেক্রেটারি আবু উবাইদা, জেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক জিয়াউল হক, জীবননগর উপজলো আমীর মাওলানা সাজেদুর রহমান, নায়েবে আমীর সাখাওয়াত হোসেন, হাফেজ বিল্লাল হোসেন, জীবননগর উপজলোর সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, সহকারী

সেক্রেটারি মাওলানা আবু বকর, উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি মাজেদুর রহমান লিটন, ব্যবসায়ী নেতা মোতাহারুল ইসলাম, আড়িয়ার খান, আশাদুল ইসলাম, মাওলানা জসিম উদ্দীন, আতিয়ার রহমান, যুবনেতা মাহিদুল ইসলাম, আব্দুল মোতালেব,আশিকুর রহমান প্রতিক, সোহেল তানভীর, সায়মুম শাহরিয়ার ও নাজমুল মৃধা প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় জুয়ার আসর পরিচালনার অভিযোগ গ্রাম পুলিশ আলমগীরের বিরুদ্ধে

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশ আলমগীর জুয়ার বোর্ড পরিচালনা করে বলে অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগে বিক্ষোভের মুখে পড়েছে আলমগীর ।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নে গ্রাম পুলিশের দায়িত্বে থাকা আলমগীর হোসেন এখন হয়ে উঠেছেন জুয়া পরিচালনা গডফাদার। যিনি জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার বদলে নিজেই অপরাধ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রক বনে গেছেন।

অভিযুক্ত গ্রাম পুলিশ আলমগীর হোসেন ডাউকি ইউনিয়নের পোয়ামারি গ্রামের বাসিন্দা ওয়াহাব আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত আলমগীরের ছত্রছায়ায় চলে জুয়ার আসর। যুবসমাজ জুয়ার নেশায় জড়িয়ে পড়ছে, পরিবার ভাঙছে, সমাজ ধ্বংস হচ্ছে। এমনকি অল্প বয়সী ছেলেরাও অপরাধচক্রের শিকার হচ্ছে।

শুধু এখানেই শেষ নয়, প্রতারণারও ভয়াবহ অভিযোগ রয়েছে। ডাউকি পোয়ামারির এক অসহায় পরিবার অভিযোগ করেছে, সরকারি (পঙ্গু) ভাতা কার্ড করে দেওয়ার নাম করে তিনি ৬ হাজার টাকা নেন। কিন্তু এক বছরেরও বেশি সময় পেরোলেও কার্ডের কোনো খবর নেই। টাকা ফেরত চাইতে গেলে পরিবারটি হুমকি ও হয়রানির শিকার হয়।

প্রশাসনের নীরবতায় এ অভিযোগে স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ। তারা বলছে, ইউনিয়নে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকা একজন গ্রাম পুলিশই যখন অপরাধচক্রের হোতা, তখন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? ডাউকি ইউনিয়নের প্রবীণ এক নাগরিক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যে আইন রক্ষা করবে তাকেই এখন আটকাতে চাইছে জনগণ, এটা কি গণতন্ত্রের অপমান নয়?

স্থানীয়দের একটাই দাবি অবিলম্বে কুখ্যাত গ্রাম পুলিশ আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। অন্যথায় ডাউকি ইউনিয়নের শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়বে।

দর্শনা পৌর এলাকায় মোশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত

দর্শনা পৌর এলাকায় মোশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পৌর কতৃপক্ষ। আগামী ২৪/০৮/২০২৫ ইং তারিখ দর্শনা ২ নং ওয়ার্ড থেকে এ মোশক নিধন কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন পৌর মেয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা ভুমি কমিশনার এ এইচ এম তাসফিকুর রহমান। আগামী ২৪ আগষ্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলবে বলে জানান পৌর কর্তৃপক্ষ।

এসময় মোশক নিধন সভায় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌরসভার কাউন্সিলরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক, উপজেলা প্রকৌশলী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ ও উপজেলা সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মুকুল হোসেন।

এছাড়া দর্শনা পৌর কর্মকর্তা শাহ আলম, পৌর কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ, আরেফিন হোসেন ও জাহিদুল ইসলাম।